বেসামরিক হত্যা ও ৯/১১



Table of Contents

বেসামরিক হত্যা

কাফির বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য

ইসলামের চোখে নারী-শিশু, অসুস্থ-বৃদ্ধ ছাড়া সবাই যোদ্ধা হিসাবে বিবেচিত। এটা তৎকালীন কাফিরদের কাছেও স্বীকৃত প্রথা ছিল না, এই অর্থে যে, তখন তারা সবাইকেই হত্যাযোগ্য মনে করত। গ্রীক দার্শনিক সিসেরো এজন্য বলেছিলেন যে, যুদ্ধের সময় আইন নীরব থাকে।

in times of war, the law falls silent. - Marcus Tullius Cicero

শিশু হত্যা

বনু কুরাইযার নারী-শিশুকে ছেড়ে দেয়াই বরং তৎকালীন আইনে মহানুভবতা ছিল; যদিও খোদ তানজিমের উলামা বনু কুরাইযার ঘটনাকে আমভাবে দলিল হিসাবে নেন না এবং ব্যতিক্রম মনে করেন বলে প্রতীয়মান হয়।

- অবশ্য আমেরিকার অনেক *সার্জেন্ট* সেনাদের যুদ্ধে সক্ষম সকল **বালককে** হত্যার নির্দেশ দেয়।

  https://www.nytimes.com/2006/07/28/world/middleeast/28abuse.html?pagewanted=1&_r=3&

- ৯/১১ এর পূর্বে নুরেমবার্গ বিচারে SS Gruppenfuhrer Dr. Otto Ohlendorf বলেছিলেন যে, শিশুদের হত্যা করা হয়েছিল, কারণ তারা যুদ্ধের নৃশংসতা অবলোকন করেছিল এবং বড় হয়ে প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্টা করতে পারে। http://www.benferencz.org/lectures.html#boca_raton

- 1997 সালে ইরাকে অবরোধ আরোপ করে 5 লক্ষ শিশু হত্যা করেছিল আমেরিকা। তখন *সেক্রেটারি* ম্যাডেলিন আলব্রাইট বলেছিল যে, দু:খজনক হলেও এই 5 লক্ষ শিশু বিসর্জন দেয়া যৌক্তিক ছিল। https://www.youtube.com/watch?v=KP1OAD9jSaI

অন্যান্য

- At a bare minimum, tactical **nuclear** capabilities should be used against the bin Laden camps in the desert of Afghanistan - *সাবেক Defense Intelligence Agency কর্মকর্তা* Thomas Woodrow, "Time to Use the Nuclear Option" (Washington Times, 9/14/01)

- you have to kill some of them **even if they are not** immediately directly **involved** in this thing.

  তাদের মধ্যে কিছুকে হত্যা করতে হবে, **এমনকি যদিও তারা সরাসরি এই ঘটনার সাথে জড়িত নাও থাকে**।

  —former *Secretary of State* Lawrence Eagleburger (CNN, 9/11/01)

- This is no time to be precious about locating the exact individuals directly involved in this particular terrorist attack.... We should invade their countries, kill their leaders and convert them to Christianity. We weren't punctilious about locating and punishing only Hitler and his top officers. We carpet-bombed German cities; **we killed civilians**. That's war. And this is war.

  এই সন্ত্রাসী হামলার সাথে সরাসরি জড়িত ব্যক্তিদের খুঁজে বের করার জন্য এখনই উপযুক্ত সময় নয় কি... আমাদের উচিত তাদের দেশগুলিতে আক্রমণ করা, তাদের নেতাদের হত্যা করা এবং তাদের খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত করা। আমরা শুধু হিটলার

এবং তার শীর্ষ কর্মকর্তাদের খুঁজে বের করার এবং শাস্তি দেওয়ার বিষয়ে সময়ানুবর্তী ছিলাম না; আমরা জার্মান শহরগুলিতে কার্পেট-বোমা মেরেছি; **আমরা বেসামরিক লোকদের হত্যা করেছি**। সেটাই যুদ্ধ। এবং এটিও যুদ্ধ।

—Syndicated columnist **Ann Coulter** (National Review Online, 9/13/01)

- কলিন পাওয়েল সেনাদের মিথ্যা তথ্য দিয়ে বেসামরিক হত্যা করাতো। https://consortiumnews.com/archive/powell.html
- **ট্রাম্প** মুজাহিদদের **পারিবারিক সদস্যদের হত্যার** ঘোষণা দেন

  https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/05/27/trump-said-he-would-take-out-the-families-of-isis-fighters-did-an-airstrike-in-syria-do-just-that/?utm_term=.a81bc64e4d16

ফিলিস্তিন প্রসঙ্গ

- হামাস- ইসরাইলের সাম্প্রতিক যুদ্ধে বাইডেন পর্যন্ত ইসরাইলের সমালোচনা করতে বাধ্য হয়েছে। তখন **ইসরাইলের কূটনীতিকদের** জবাব ছিল, 2য় বিশ্বযুদ্ধে এবং 9/11 এর পরে আপনারাও তো বেসামরিক মেরেছেন।

  In public statements and private diplomatic conversations, *[Israeli] officials* have cited past Western military actions in urban areas dating *from World War II to the post-9/11 wars against terrorism*

  জনসম্মুখে বিবৃতি এবং রুদ্ধদ্বার কূটনৈতিক কথোপকথনে, [ইসরায়েলি] কর্মকর্তারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে শুরু করে ৯/১১-পরবর্তী সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পর্যন্ত শহরাঞ্চলে পশ্চিমা সামরিক অভিযানের কথা উল্লেখ করেছেন।

https://www.nytimes.com/2023/11/07/us/politics/israel-gaza-war-death-toll-civilians.html

- *সাবেক সামরিক কর্মকর্তা* টম কটন একই কথা বলেছেন।

  https://twitter.com/TomCottonAR/status/1729627980887126155?s=20

কাফির মিডিয়ার বক্তব্য

- Washington Post columnist Charles Krauthammer (12/3/10) জুলিয়ান এসাঞ্জের ব্যাপারে লিখেছেন, Think creatively...Let the world see a man who can't sleep in the same bed on consecutive nights, who fears the long arm of American justice.

  "সৃজনশীলভাবে চিন্তা করুন... বিশ্বকে এমন একজন মানুষ দেখতে দিন, যিনি টানা কয়েক রাতে একই বিছানায় ঘুমাতে পারেন না, যিনি আমেরিকান ন্যায়বিচারের লম্বা হাতকে ভয় পান।"

  এসাঞ্জ কি একজন নিরস্ত্র বেসামরিক নন?

- New York Times columnist Thomas Friedman (1/14/09) স্পষ্টভাবে বেসামরিক হত্যার কথা বলেছেন,

  "Israel's counter-strategy was to use its air force to pummel Hezbollah and, while not directly targeting the Lebanese civilians with whom Hezbollah was intertwined, to **inflict substantial** property damage and **collateral casualties** on Lebanon at large. It was not pretty, but **it was logical.** Israel basically said that when dealing with a non-state actor, Hezbollah, nested among civilians, the only long-term source of

deterrence was to **exact enough pain on the civilians–the families and employers** of the militants–to restrain Hezbollah in the future.”

ইসরায়েলের পাল্টা কৌশল ছিল হিজবুল্লাহকে আঘাত করার জন্য তার বিমান বাহিনী ব্যবহার করা এবং লেবাননের বেসামরিক নাগরিকদের যাদের সাথে হিজবুল্লাহ জড়িত ছিল তাদের [বেসামরিকদের] সরাসরি লক্ষ্যবস্তু না করা, তবে লেবাননে ব্যাপকভাবে সম্পত্তির ক্ষতি এবং **সমান্তরাল হতাহতের ঘটনা ঘটানো**। এটা সুন্দর ছিল না, **কিন্তু এটা যৌক্তিক ছিল**. ইসরায়েল মূলত বলেছিল যে, বেসামরিক নাগরিকদের মধ্যে বাসা বেঁধে থাকা একমাত্র দীর্ঘমেয়াদী উৎস ও অ-রাষ্ট্রীয় অভিনেতা হিজবুল্লাহর সাথে মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে প্রতিরোধের রাস্তা ছিল **বেসামরিক নাগরিকদের** - **জঙ্গিদের পরিবার** এবং নিয়োগকর্তাদের **উপর যথেষ্ট যন্ত্রণা দেওয়া** - যেন ভবিষ্যতে **হিজবুল্লাহকে সংযত করা যায়** ।

- অনাহারে মারা জায়েজ মর্মে ফক্স নিউজের বিল ও'রাইলি (9/17/01) বলেন, Remember, the people of any country are ultimately responsible for the government they have. The Germans were responsible for Hitler. The Afghans are responsible for the Taliban. We should not target civilians. But if they don’t rise up against this criminal government, they **starve**, period...And we mine the harbor in Tripoli. Nothing goes in, nothing goes out. We also destroy all the airports in Libya. **Let them eat sand.**”

মনে রাখবেন, **যেকোনো দেশের জনগণই তাদের সরকারের জন্য চূড়ান্তভাবে দায়ী**। জার্মানরা হিটলারের জন্য দায়ী ছিল। আফগানরা তালেবানদের জন্য দায়ী। বেসামরিক লোকদের লক্ষ্যবস্তু করা উচিত নয়। কিন্তু যদি তারা এই অপরাধী সরকারের বিরুদ্ধে না জেগে ওঠে, তাহলে তারা **অনাহারে থাকবে**, সময়কাল... আর

আমরা ত্রিপোলির বন্দরে মাইন পুঁতে রাখব। কিছুই ভেতরে যাবে না, কিছুই বাইরে যাবে না। আমরা লিবিয়ার সমস্ত বিমানবন্দরও ধ্বংস করব। **তাদের বালি খেতে দাও**।

- Institute for Public Accuracy এর Sam Husseini প্রশ্ন করেন: "**Who will you kill** in the process?"

  O'Reilly: "**Doesn't make any difference.**"

  ও'রেইলি: **"কোনও যায় আসে না।"**

  —(O'Reilly Factor, Fox News Channel, 9/13/01)

বেসামরিকপূর্ণ শহর উজার করা

- As for **cities or countries** that host these worms, **bomb them** into basketball courts. —Steve Dunleavy (New York Post, 9/12/01)
- if we flatten part of Damascus or Tehran or whatever it takes, **that is part of the solution.** —Rich Lowry, National Review editor, to Howard Kurtz (Washington Post, 9/13/01)

আফগানিস্তানে **পারমাণবিক বোমা** ফেলে বেসামরিক হত্যার কার্টুন :

NUKE AFGHANISTAN. —Caption to cartoon by Gary Brookins (Richmond Times-Dispatch, 9/13/01)

কাফির সেনাদের কর্ম

- এক শতাব্দী আগে আমেরিকান মেরিন সেনা নিকারাগুয়ায় ঘাস কাটতে ও গাছ ছাটাই করতে দেখেই নিশ্চিত হয়ে যায় যে, এরা সশস্ত্র দস্যু! এবং বিমান হামলা চালায়।

https://theintercept.com/2023/11/12/america-wars-bombing-killing-civilians/

- 2য় বিশ্বযুদ্ধে জাপানে 442000 বেসামরিক মানুষকে হত্যা করেছে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য। https://www.hawaii.edu/powerkills/COMM.10.5.03.HTM#:~:text=The%20civilian%20death%20toll%20in,Air%20Force%20crewmen%20were%20killed.
- কোরিয়া যুদ্ধে আমেরিকা বোমা হামলা করে উত্তর কোরিয়ার 22 টি শহরের 18 টি অর্ধেক বা তার সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ করে দিয়েছিল। (উইকিপিডিয়া)
- ভিয়েতনাম যুদ্ধে ৩৮ লক্ষ বেসামরিক হত্যা করেছে আমেরিকা।
- কম্বোডিয়া -লাওস মিলিয়ে 43 লক্ষ বেসামরিক

https://www.asadismi.info/the-u-s-war-crimes-record-u-s-responsible-for-killing-of-millions-mostly-civilians/

- কঙ্গো রুয়ান্ডা উগান্ডায় 69 লক্ষ বেসামরিক হত্যার পর আমেরিকা কিভাবে বেসামরিক হত্যার অভিযোগে অন্যদের অভিযুক্ত করার চেষ্টা করতে পারে সেটাই বিস্ময়কর। https://www.asadismi.info/the-congo-still-ravaged-by-u-s-funded-conflict-and-plunder-genocide-and-rape-stain-companies-blood-mineral-profits/
- 1991 সালে উপসাগরীয় যুদ্ধে 60 মাইল লম্বা রাস্তা জুড়ে বিমান হামলা করায় কি বেসামরিক মারা যায় নি?

https://en.wikipedia.org/wiki/Highway_of_Death

- 1998 সালে ইরাকে অপারেশন ডেজার্ট ফক্স সংঘটিত করে 1200 বেসামরিক হত্যা। (Agence France Presse, 12/23/98).

- 1999 সালে যুগোস্লাভিয়ায় 23000 বোমা নিক্ষেপ।
- 1949-1999 পর্যন্ত যুদ্ধে নিহত ব্যক্তির 90% বেসামরিক।

  https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_002_0758.pdf

- ইরাকের 10-15% সুন্নি নিহত হয়েছে। অর্ধেকের বেশি আবাস হারিয়েছে।

  https://consortiumnews.com/2016/01/17/playing-games-with-war-deaths/

- স্থাপন করা হয়েছে ডজন ডজন কুখ্যাত **কারাগার**।

  http://www.informationclearinghouse.info/pdf/icrc_iraq.pdf

- বাগদাদের মর্গে মাসে 1600 বেওয়ারিশ লাশ আসতো।

  http://www.ohchr.org/Documents/Countries/July_August06_en.pdf

- লাশের স্তুপে **ডবল চেক** করা হত, কেউ বেচে গেল কিনা।

  http://usatoday30.usatoday.com/news/nation/2007-07-15-1882612765_x.htm

- মসুল শহরেই নিহত হয়েছে 40 হাজার বেসামরিক। https://consortiumnews.com/2017/08/21/covering-up-the-massacre-of-mosul/ ব্যবহার করা হয়েছে 10 হাজার বোমা। http://www.afcent.af.mil/Portals/82/Documents/Airpower%20summary/Airpower%20Summary%20-%20July%202017.pdf?ver=2017-08-08-115255-900

- ইরাকে নিহত বেসামরিকের সংখ্যা প্রায় 2 লক্ষ। এই হিসাব সন্দেহজনক কারণ অধিকাংশ পরিবার নিহতের সংখ্যা সরকারের কাছে জানায় না। আর সেনাবাহিনী নিহতের দেহ নদীতে ভাসিয়ে দেয়।

  https://www.juancole.com/2006/10/655000-dead-in-iraq-since-bush.html

- বিভিন্ন হিসাবে নিহতের সংখ্যা 10 লক্ষের বেশি

  https://www.reuters.com/article/us-iraq-deaths-survey/iraq-conflict-has-killed-a-million-iraqis-survey-idUSL3048857920080130

- ইয়েমেনে নিহত হয়েছে 4 লক্ষ।

  https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/war-yemen

- ওবামা নিজেও স্বীকার করেছে

  https://www.cnn.com/2016/04/01/politics/obama-isis-drone-strikes-iran/index.html

- জুলাই 2016, হোয়াইট হাউজের রিপোর্টে বলা হয়, 64-116 জন বেসামরিক মধ্যপ্রাচ্য বা দক্ষিণ এশিয়ার যুদ্ধাঞ্চলের বাইরে নিহত হয়েছে। কিন্তু গবেষকদের মতে 212-315 জন নিহত হয়েছে।

  https://original.antiwar.com/louis_fisher/2018/10/22/americas-pattern-of-killing-innocent-civilians/

- শুধু 2016 সালের মে মাসেই 493-1168 জন বেসামরিক শুধু পাকিস্তান, ইয়েমেন ও সোমালিয়ায় মারা গেছে বলে জানিয়েছে Bureau of Investigative Journalism।

- 2017 থেকে 2019 এর ভিতরে সোমালিয়ায় 123 টি বিমান হামলা করা হয়।

- সেপ্টেম্বর 2016, উত্তর কোরিয়া আমেরিকার 2য় কোরিয়ান যুদ্ধের নীলনকশা আবিষ্কার করে। https://consortiumnews.com/2017/10/12/why-north-korea-wants-nuke-deterrence/
- সিরিয়াতে 5 বছরে 8106 জন বেসামরিক হত্যা করেছে আমেরিকা।
- 30 আগস্ট 2021, কাবুল শহরে ড্রোন হামলা করে 10 জন বেসামরিক নাগরিক হত্যা করে।

শিশু হত্যা

- বিমান হামলা করে 36 জন বেসামরিক সহ গাদ্দাফী-র **কন্যাকে** হত্যা - (Washington Post, 5/9/86)
- ইমাম আনোয়ার আল আওলাকী-রাহ: এর 16 বছরের ছেলেকে হত্যার ব্যাপারে **যুক্তি দাড় করিয়েছে ওবামা**।

  https://www.theatlantic.com/politics/archive/2012/10/how-team-obama-justifies-the-killing-of-a-16-year-old-american/264028/

- **৮ বছরের মেয়ে** নাওয়ার-ও বাদ যায় নি।

  https://theintercept.com/2017/01/30/obama-killed-a-16-year-old-american-in-yemen-trump-just-killed-his-8-year-old-sister/

- তাগুত বাহিনীর পুলিশ দিয়ে হত্যা করা হয়েছে 10 হাজার **বালক** ও পুরুষ। http://secretsinbaghdad.blogspot.com/2005_07_01_archive.html
- Khost Protection Force আগস্টের 11 তারিখে কয়েকজন **স্কুল ছাত্র** সহ মোট 11 জন নিরস্ত্রকে হত্যা করে।

বছরে 15 বিলিয়ন ডলার খরচ করা হয় বেসামরিক হত্যার তথ্য চাপা দেয়ার জন্য। http://www.washingtonexaminer.com/feds-spend-15-billion-a-year-on-pr-watchdog-finds/article/2603743

সংশোধনে ইচ্ছুক?

- ইরাকে এত বেসামরিক হত্যার পরেও **আমেরিকার রাষ্ট্রদূত** জাতিসংঘে গিয়ে বলেছেন যে, ইরাকের উদাহরণ দিয়ে সামরিক হস্তক্ষেপে বাধা দেয়া অতিরঞ্জিত হুশিয়ারি।

  “I think there is too much of, ‘Oh, look, this is what intervention has wrought’ … one has to **be careful about overdrawing** lessons

  “আমার মনে হয়, 'ওহ, দেখো, হস্তক্ষেপের ফলেই এটা ঘটেছে' - এই কথাগুলো অনেক বেশি বলা হচ্ছে… অতিরিক্ত জ্ঞান দেয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।”

  https://www.defenseone.com/threats/2014/11/un-ambassador-warns-against-intervention-fatigue/99485/

- *American Enterprise Institute* এর Hal Brands একই কথা বলেছেন।

  https://www.foreignaffairs.com/reviews/iraq-war-lessons-blundering-into-baghdad-hal-brands

- **নিরাপত্তা বিশ্লেষক** নাটালিয়া এন্তোনোভা একই কথা বলেছেন। কিছু নিকৃষ্ট বেসামরিক মারা গেছে বলে আরেকটি অপূর্ব যুদ্ধ থেকে পিছিয়ে থাকার মানে হয় না।

  https://foreignpolicy.com/2023/02/23/iraq-antiamericanism-ukraine/

জনগণের অবস্থান

gallup এর পোল অনুযায়ী, বেসামরিক হত্যা করতে মুসলমানদের আগ্রহ সবচেয়ে কম। কাফেররা মুখে শান্তির কথা বললেও এখনো উল্লেখযোগ্য অংশ সিসেরো-কে অনুসরণ করে।

http://www.gallup.com/poll/148763/Muslim-Americans-No-Justification-Violence.aspx

https://eadn-wc04-3257648.nxedge.io/wp-content/uploads/2013/05/civiliansmilitary.gif

- 42 ভাগ আমেরিকান মনে করে প্রয়োজনে বেসামরিক হত্যা করা যায়। শত্রু যে শহরে লুকিয়েছে সেখানে হামলার পক্ষে 38% আমেরিকান, অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে তা 20%।
- ICRC report বলছে, “Across a wide range of questions, in fact, American attitudes towards attacks on civilians were much more lax.”

  “বিভিন্ন প্রশ্নের মধ্যে, বাস্তবে, বেসামরিক নাগরিকদের উপর আক্রমণের প্রতি আমেরিকানদের মনোভাব অনেক বেশি শিথিল ছিল।”

মুসলিমদের অবস্থান

সময়ের সাথে আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়ন ও সংশোধনের পর বেসামরিকের কাতারে এখন নিরস্ত্র বালেগ পুরুষ স্থান করে নিয়েছে। দাসপ্রথা বিলোপের মত বেসামরিকের নিরাপত্তাও এখন প্রায় সর্বজন স্বীকৃত। তবে

বেসামরিক হত্যা নিয়ে কোন মুসলিমের কোন মাথাব্যথা নেই। কারণ আমরা সাহাবীদের কখনও নির্বিচারে বা অহেতুক কাফির মেরে বেড়াতে দেখি নি। আর বিশ্বের প্রচলিত রাজনৈতিক চুক্তি ও সর্বসম্মতিকে গুরুত্ব দেয়া সালাফদের মানহাজ বিরোধী নয়। আফগানিস্তানে রাজনৈতিক কারনেই তাই দাসপ্রথা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয় নি; তানজিম থেকেও বেসামরিক হত্যার ব্যাপারে সমসাময়িক রাজনৈতিক প্রথাকে গুরুত্ব দেয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

তবুও দাস-দাসী বা বেসামরিকের নিরাপত্তা ইত্যাদি সামাজিক চুক্তি বা আইনি বৈধতার প্রশ্নকে নৈতিকতা ও আবেগের মানদণ্ডে বসিয়ে জনতার উচ্চমাত্রার এড্রেনালিন ক্ষরণ করে ইসলামের শত্রুরা ও মিডিয়া বিকৃত ডোপামিনের সুখ লাভ করে তাতে সন্দেহ নেই।

তানজীমের অবস্থান

গুপ্ত সংগঠন হিসাবে প্রচারণা ও জনসংযোগের অসম লড়াইয়ে টিকে থাকার ইচ্ছা ত্যাগ করেই আবারও তাত্ত্বিকতায় ফিরে আসা যাক-

উপমহাদেশের আচরণবিধি অনুচ্ছেদ 4, 5 ও 6 অনুযায়ী, "জামাআত প্রত্যেক এমন লক্ষ্যবস্তুকে নিশানা বানানো অথবা হত্যা করা থেকে বিরত থাকে, যাকে হত্যা করা শরীয়ত অনুযায়ী হয়তো জায়েয, কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডের ফলে জিহাদের লাভ অপেক্ষা ক্ষতি বেশি হয় অথবা যা মুসলিম উম্মতের উপলব্ধির বাইরে এবং মুসলিম উম্মতকে জিহাদ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।"

"আমরা সাধারণভাবে এমন লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং তাদের ক্ষতিসাধন করা থেকে বিরত থাকি, যারা আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে না এবং তাতে সাহায্যও করে না।"

"আমরা শত্রুদের সাথে সম্পৃক্ত নিরস্ত্র লোকদেরকে (অর্থাৎ ঐসব লোক, যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে না; যেমন নারী ও শিশু) নিশানা বানানো থেকে বিরত থাকি।"

বাংলাদেশের বেসামরিকদের নিরাপত্তার ব্যাপারে তানজিমের বক্তব্য, 'ভারত উপমহাদেশের কোনো জায়গায় হিন্দু, বৌদ্ধ এবং অন্যান্য ধর্মীয় গোষ্ঠীর জনসাধারণ, তাদের বসতবাড়ি এবং উপাসনালয় আমাদের লক্ষ্যবস্তু নয়। কারণ আমাদের যুদ্ধ এসব ধর্মীয় গোষ্ঠীর সশস্ত্র গ্রুপগুলোর সাথে, যারা মুসলমানদের উপর নির্যাতন করছে।"

"আমরা পাকিস্তানের এবং বাংলাদেশের সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যদের স্ত্রী এবং প্রাপ্তবয়স্ক ও অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের হত্যা করাকে শরীয়তের আলোকে ভুল মনে করি। "

"হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টান ইত্যাদি যা শত বছর ধরে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মতো সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশগুলোতে বসবাস করে আসছে, তাদের বিরুদ্ধে জামাআত যুদ্ধে জড়াতে চায় না। "

এই মর্মে পুরো আচরণবিধিতে আরও বিস্তারিত ও অতিরিক্ত অনুচ্ছেদ রয়েছে। আশাকরি, এতটুকু প্রমাণাদি আমাদের আলোচনার জন্য যথেষ্ট হবে।

তবে বাংলাদেশে তানজিমের **বেসামরিক লক্ষ্যবস্তুর বিবরণে** বলা হয়, "কট্টর হিন্দুপন্থী দলগুলোর ঐসব নেতা, যারা মসজিদ গুঁড়িয়ে দেয়া, মুসলমানদের হত্যা করা, তাদের সম্পদ লুণ্ঠন ও ধ্বংস করা এবং জোরপূর্বক হিন্দু বানানোর মতো জঘন্য কর্মে জড়িত।...রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবমাননাকারী।"

এই প্রসঙ্গে অধমের রচিত 'শাতিমের জন্য মব জাস্টিস' শিরোনামে দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামে একটি পোস্ট রয়েছে। উক্ত পোস্টের 'তানজিমের অধীনে' শীর্ষক অনুচ্ছেদ কট্টর হিন্দু নেতা ও শাতিম হত্যার যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে যথেষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ্।

https://archive.org/details/shatim_202501

তালেবানদের কর্ম

- তালেবানদের চেয়ে আমেরিকা বেশি বেসামরিক হত্যা করেছে। *Afghans face greater danger of death from their government and its allies than from the Taliban*। মাত্র 7 মাসে 1302 টি বিমান হামলা হয়েছে আফগানিস্তানে।

  https://www.latimes.com/politics/story/2019-09-07/trumps-shameful-rules-of-engagement-are-killing-civilians

- Center for Civilians in Conflict প্রায় 250 জন রাজাকারের সাক্ষাৎকার প্রকাশ করে। তারা জানিয়েছিল যে, আমেরিকার হয়ে কাজ করছে যেন তার পরিবার **আমেরিকার জুলুম** থেকে নিরাপত্তা পায়। The most common motivation for involvement, described by interviewees in all four case studies, was the protection of self or family।

  “চারটি কেস স্টাডিতেই সাক্ষাৎকারদাতাদের দ্বারা বর্ণণায়, তাদের সম্পৃক্ততার সাধারণ প্রেরণা ছিল নিজের বা পরিবারের সুরক্ষা।”

https://civiliansinconflict.org/wp-content/uploads/2017/09/Peoples_Perspectives_Executive_Summary.pdf

টুইন টাওয়ার ৯/১১

তথাপি টুইন টাওয়ারে হামলার ব্যাপারে কিছু প্রশ্ন মনে আসতে পারে। কারণ জনসাধারণের নিকট এই ইস্যু স্পষ্ট নয়। তালেবান আফগানিস্তান দখলের পরে বিভিন্ন সংবাদ সম্মেলনে টুইন টাওয়ার হামলার দায় অস্বীকার করেছে। আসলেও কাজটি আল কায়েদার, তাই দাবিটি কৌশলগতভাবে মিথ্যা নয়। কিন্তু আল কায়েদা কি তার আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছে? কিংবা টুইন টাওয়ারের বেসামরিক হত্যা কি combat ethics লঙ্ঘন করেছে?

আদর্শের প্রতীক

অধমের ক্ষুদ্র জ্ঞানে এখানে শাইখ বিন লাদেন রাহ: আমেরিকার পুজিবাদী অর্থনীতির প্রতীকের উপর হামলা করেছেন; দুনিয়ালোভী কাফিরদের সবচেয়ে প্রিয় বস্তু টাকার উপর হামলা করেছেন। পরদিন ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকায় *An Icon of Capitalism: 'Now It's All Gone'* শিরোনামে লিখা হয়,"For three decades the twin towers of New York's World Trade Center stood as the symbol of American economic might, as powerful an icon for capitalism as the Statue of Liberty is for freedom." https://www.washingtonpost.com/archive/politics/2001/09/12/an-icon-of-capitalism-now-its-all-gone/63016867-6378-4542-b6b3-34a24dc0a8b1/

মিডিয়ায় মানুষের জীবনের নিরাপত্তার যে আবেগপূর্ণ বক্তব্য আমেরিকা প্রচার করেছে সেটা বিশ্বাসযোগ্য না। জীবনের কোন মূল্য থাকলে ফিলিস্তিনের এই দশা কেন? শাইখ বিন লাদেনের কাজ অনেকটা হিন্দুদের সামনে গরু কিংবা বেদ গ্রন্থে আগুন লাগিয়ে দেয়ার মত। পুজিবাদের মূর্তির অবমাননা ধর্মান্ধ আমেরিকা মেনে নিতে পারে নি, সে বিক্ষুব্ধ উন্মাদ মাতালে পরিণত হয়ে লাভ-ক্ষতি বিচারের বিবেকটুকুও হারিয়ে ফেলেছিল। আফগান বিজয়ের পর rand এর মুনাফা নির্ণায়ক গাণিতিক মডেলের প্রস্তাবনা প্রকাশ থেকেই তা সহজে অনুমেয়। (rand এর রিপোর্টটি

'তালেবান কি আমেরিকার তৈরি' শিরোনামে ফোরামে পোস্ট করেছিলাম) আমেরিকার চোখে বিন লাদেন তখন একজন শাতিম পর্যায়ের ব্যক্তি।

অস্ত্রশালা

টুইন টাওয়ার ইস্যুতে আন্তর্জাতিক মিডিয়া বেসামরিক হত্যার চিত্র সবার সামনে তুলে আনলেও এক দিক থেকে, টুইন টাওয়ার নিষ্পাপ - নিরীহ স্থাপনা নয়; সেখানে 1.2 মিলিয়ন বা 12 লক্ষ রাউন্ড গুলি সেখানে মজুদ ছিল। (US Department of Labor (May 2002). "A Dangerous Worksite; The World Trade Center" https://www.osha.gov/Publications/dangerous_worksite.pdf)

অর্থনৈতিক গুরুত্ব

যাইহোক, এই হামলায় যে আমেরিকার স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদে বিপুল ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে তা তো স্পষ্ট। বিশেষ করে যখন উইকিপিডিয়ায় এই শিরোনামে স্বতন্ত্র নিবন্ধ-ই রয়েছে; https://en.wikipedia.org/wiki/Economic_effects_of_the_September_11_attacks

রয়েছে ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের সমীক্ষা;

https://www.newyorkfed.org/research/epr/02v08n2/0211rapa/0211rapa.html

স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা, https://siepr.stanford.edu/publications/policy-brief/economic-impact-911

এবং সমীক্ষা আজও চলমান।

https://www.investopedia.com/financial-edge/0911/the-impact-of-september-11-on-business.aspx

সুতরাং প্রশ্নটা বেসামরিকদের সাথে সম্পৃক্ত না করে, হওয়া উচিত- শত্রুর অর্থনৈতিক লক্ষ্যবস্তুতে হামলা করা কি ঠিক?

সামরিক লক্ষ্যবস্তুর সংজ্ঞা

এই প্রশ্নে আমেরিকার কোন অভিযোগ থাকা উচিত না। কারণ আমেরিকা স্বয়ং মনে করে যে, শত্রুর অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে এমন কিছুকে মিলিটারী লক্ষ্যবস্তু বানানো যাবে। (Department of Defense, Department of Defense Law of War Manual (Washington, DC: Office of General Counsel of the Department of Defense, 2015), 210.)

সামরিক লক্ষ্যবস্তুর সংজ্ঞা-

any object which by its nature, location, purpose or use makes an effective contribution to military action and whose total or partial destruction, capture or neutralization, in the circumstances ruling at the time, offers a definite military advantage. (Department of Defense, Department of Defense Law of War Manual, 206.)

অর্থ- যে কোন বস্তু যা তার প্রকৃতি, অবস্থান, উদ্দেশ্য বা ব্যবহারের দ্বারা সামরিক কর্মকাণ্ডে কার্যকর অবদান রাখে এবং যার সম্পূর্ণ বা আংশিক ধ্বংস, লুণ্ঠন বা নিরপেক্ষকরণ, সেই সময়ে শাসিত পরিস্থিতিতে, একটি নির্দিষ্ট সামরিক সুবিধা প্রদান করে।

আরও বলা হয়েছে যে, যদি তা শত্রুর যুদ্ধ চালিয়ে নেয়ার সক্ষমতা তৈরি করে। “war-fighting or war-sustaining capability of an opposing force.” (Ibid 210)

এমনকি বস্তুর জন্য *যুদ্ধে সরাসরি অবদান রাখা জরুরী নয়।*“need not be ‘direct’ or ‘proximate,’

আবার এই *আক্রমণের দ্বারা তাৎক্ষণিক বিজয় বা লাভ প্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক নয়।* "provide immediate tactical or operational gains or that the object make an effective

contribution to a specific military operation...restricted to immediate tactical gains, but may be assessed in the full context of the war strategy”

এই আইন কিন্তু আন্তর্জাতিক আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়েই সার্বভৌম ক্ষমতার বলে বানানো। সেখানে আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতিনিধিত্ব করে বেসামরিক হত্যা করে বেড়াতে সমস্যা কোথায়? বিতর্ক এখানেই শেষ হয়ে যায়। কারণ অন্যের বেলায় যা করতে আগ্রহী, নিজের উপর তা আপতিত হলে মেনে নিতে অসুবিধা কি?

এই আইন অনুযায়ী, ইসরাইলকে সহযোগিতার অপরাধে আমেরিকার বুকে হাজার বার 9/11 সংঘটিত করা উচিত।

লক্ষ্যবস্তুর উদাহরণ

- সিরিয়াতে এমন অনেক আক্রমণ করা হয়েছে। Keith Johnson, “U.S. Strikes ISIS **Oil** Installations,” Foreign Policy, 24 September 2014, http://foreignpolicy.com/2014/09/24/u-s-strikes-isis-oil-installations/; Michael R. Gordon and Eric Schmitt, “U.S. Steps Up Its Attacks on ISIS-Controlled Oil Fields in Syria,” New York Times, 12 November 2015, http://www.nytimes.com/2015/11/13/us/politics/us-steps-up-its-attacks-on-isis-controlled-oil-fields-in-syria.html; Barbara Starr, “First on CNN: U.S. Bombs ‘Millions’ in ISIS Currency Holdings,” CNN, 13 January 2016, http://www.cnn.com/2016/01/11/politics/us-bombs-millions-isis-currency-supply/.

এগুলো আইন প্রণয়নের পরের উদাহরণ। আইন প্রণয়ন, এমনকি *9/11 এর আগেই এই আইনের প্রয়োগ ছিল*। যেমন-

- লক্ষ্যবস্তু হতে পারে সুদানের একটা সাধারণ **ওষুধের ফ্যাক্টরি**। (New York Times, 10/27/99, London Observer, 8/23/98).

- ওয়াশিংটন পোস্টের Krauthammer (4/8/99) বলেন লক্ষ্যবস্তুর আশেপাশের বেসামরিক মরলে অসুবিধা নেই, finally they are hitting targets–**power plants, fuel depots, bridges, airports, television transmitters**–that may indeed kill the enemy and civilians nearby."

  "অবশেষে তারা **লক্ষ্যবস্তুতে** আঘাত করছে - বিদ্যুৎ কেন্দ্র, জ্বালানি ডিপো, সেতু, বিমানবন্দর, টেলিভিশন ট্রান্সমিটার - যা প্রকৃতপক্ষে শত্রু এবং কাছাকাছি **বেসামরিক লোকদের হত্যা করতে পারে**।"

- **রাস্তায়, বাজারে** যেকোনো স্থানে, এমনকি আমেরিকার গাড়ি চাপা খেয়ে আপনি মারা যেতে পারেন।

  People living in the war zones have been killed in their homes, in markets, and on roadways. They have been killed by bombs, bullets, fire, improvised explosive devices (IEDs), and drones. Civilians die at checkpoints, as they are run off the road by military vehicles, when they step on a mine or cluster bomb, as they collect wood or tend to their fields, and when they are kidnapped and executed for purposes of **revenge or intimidation**. They are killed by the United States, by its allies, and by insurgents and sectarians in the civil wars spawned by the invasions.

  যুদ্ধক্ষেত্রে বসবাসকারী মানুষদের- তাদের বাড়িতে, বাজারে এবং রাস্তায় হত্যা করা হয়েছে। বোমা, গুলি, আগুন, ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) এবং ড্রোনের আঘাতে তাদের মৃত্যু হয়েছে। বেসামরিক মানুষ চেকপয়েন্টে মারা যায়, **সামরিক যানবাহন রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময়**, মাইন বা ক্লাস্টার বোমার আঘাতে, কাঠ সংগ্রহ করার সময় বা তাদের ক্ষেতে কাজ করার সময়, এবং **প্রতিশোধ বা ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে অপহরণ করে**

হত্যা করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, তার মিত্রদের দ্বারা এবং আক্রমণের ফলে সৃষ্ট গৃহযুদ্ধে বিদ্রোহী এবং সাম্প্রদায়িকদের দ্বারা তাদের হত্যা করা হয়।

https://watson.brown.edu/costsofwar/costs/human/civilians

- নিউ ইয়র্ক টাইমসের ফ্রাইডম্যান (4/23/99) লিখেছেন, It should be lights out in Belgrade: Every power grid, water pipe, bridge, road and war-related factory has to be targeted."

  "বেলগ্রেডে আলো নিভিয়ে দেওয়া উচিত: প্রতিটি বিদ্যুৎ গ্রিড, জলের পাইপ, সেতু, রাস্তা এবং যুদ্ধ-সম্পর্কিত কারখানাকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করতে হবে।"

  (1/19/99) Blow up a different power station in Iraq every week, so no one knows when the lights will go off or who's in charge."

  "ইরাকে প্রতি সপ্তাহে একটি করে বিদ্যুৎ কেন্দ্র উড়িয়ে দাও, যাতে কেউ জানে না কখন আলো নিভে যাবে বা কে এর দায়িত্বে থাকবে।"

- সামরিক লক্ষ্যবস্তু আপনার **ঘরবাড়িও** হতে পারে। ফক্স নিউজের বিল ও'রাইলি বলেন, **(4/26/99)** "I would rather destroy their infrastructure, totally destroy it. Any target is OK. I'd warn the people, just as we did with Japan, that it's coming, you've got to get out of there, OK, but I would level that country so that there would be nothing moving–no cars, no trains, nothing."

  "আমি বরং তাদের অবকাঠামো ধ্বংস করে দেব, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেব। যেকোনো কিছুকে লক্ষ্যবস্তু বানাবো। আমি জনগণকে সতর্ক করে দেব, ঠিক যেমন আমরা জাপানের সাথে করেছিলাম যে, এটি আসছে, তোমাদের সেখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে, ঠিক

আছে, কিন্তু আমি সেই দেশটিকে এমনভাবে সমতল করে দেব যাতে কিছুই নড়াচড়া না করে - গাড়ি না, ট্রেন না, কিছুই না।"

(3/26/03) Forty-eight hours, you’ve got to get out of there, and flatten the place. Then the war would be over. We could have done that in two days.... You flatten Baghdad, you flatten all the troops, we know where they go, there’s nowhere to hide in the desert. We know where everybody’s moving."

আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে, তোমাকে সেখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে, এবং জায়গাটি সমতল করতে হবে। তাহলে যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে। আমরা দুই দিনের মধ্যে এটা করতে পারতাম... তুমি বাগদাদকে সমতল করো, তুমি সমস্ত সৈন্যকে মিশিয়ে দাও, আমরা জানতে পারব তারা কোথায় যায়, মরুভূমিতে লুকানোর জায়গা নেই। আমরা জেনে যাব সবাই কোথায় যাচ্ছে।

“their infrastructure must be destroyed and the population made to endure yet another round of intense pain.... Maybe then the people there will finally overthrow Saddam.”

তাদের অবকাঠামো ধ্বংস করতে হবে এবং জনগণকে আরও এক দফা তীব্র যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে... হয়তো তখন সেখানকার জনগণ অবশেষে সাদ্দামকে উৎখাত করবে।

কাফির আইনজ্ঞদের চোখে

- আলাবামা-র ম্যাক্সওয়েল বিমান ঘাটির মেজর ইজরায়েল কিং বেসামরিক হতাহত সর্বনিম্ন রেখে অর্থনৈতিক স্থাপনায় হামলার জন্য সুস্পষ্ট আইন প্রণয়নের পরামর্শ দিয়েছেন। https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/AD1054604.pdf
- ক্রেইগটন বিশ্ববিদ্যালয়ের এরিক বোহম স্বীকার করেছেন যে, আমেরিকার আইনে এগুলোকে লক্ষ্যবস্তু বানানো বৈধ, কিন্তু আন্তর্জাতিক আইনে নয়। মজার ব্যাপার হল,

ভাষার এই মার্জিত ব্যবহার আল কায়েদার ক্ষেত্রে দেখা যায় না; তখন নৈতিকতার মানদণ্ড এনে মায়াকান্না জুড়ে দেয়া হয়। এরিক লিখেছেন, This Note then makes the argument that the United States applies a broader interpretation to what military objects are, when compared to their international counterparts. this Note acknowledges the likelihood that objects, such as oil depots, may be lawful targets of military attack when applying the Untied States approach, but may not be under international law.

অর্থাৎ, এই নোটটি যুক্তি দেয় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের আন্তর্জাতিক প্রতিপক্ষের তুলনায় সামরিক বস্তু কী তা নিয়ে একটি বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করে। এই নোটটি এই সম্ভাবনা স্বীকার করে যে Untied States এর আইন পদ্ধতি অনুযায়ী, তেল ডিপোর মতো বস্তুগুলি সামরিক আক্রমণের বৈধ লক্ষ্যবস্তু হতে পারে, কিন্তু আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে বৈধ না।

- Ryan Goodman লিখেছেন যে, এসব স্থাপনায় হামলার যৌক্তিকতা নিয়ে বুদ্ধি খরচের চেয়ে হামলার তীব্রতার অনুপাত নিয়ে গবেষণা করা উচিত। মানে, বেসামরিক স্থাপনায় হামলার যৌক্তিকতা তো সুস্পষ্ট।

  "intellectual resources may be better spent not on the question whether such objects are legitimate military targets under the law of armed conflict, but on second-order questions such as how to apply proportionality analysis and how to identify limiting principles to guard against unintentional slippery slopes."

  "বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ সশস্ত্র সংঘাতের আইন অনুযায়ী এই জাতীয় বস্তুগুলি বৈধ সামরিক লক্ষ্যবস্তু কিনা এই প্রশ্নে নয়, বরং অনুপাত বিশ্লেষণ কীভাবে প্রয়োগ করা যায় এবং অনিচ্ছাকৃত পিচ্ছিল ঢাল থেকে রক্ষা করার জন্য সীমাবদ্ধ নীতিগুলি কীভাবে চিহ্নিত করা যায় সেগুলির মতো দ্বিতীয় ক্রম প্রশ্নগুলিতে ব্যয় করা যেতে পারে।" Bohm, E. R. (2015). Targeting objects of economic interest in contemporary warfare. Creighton Int'l & Comp. LJ, 6, 74.

- মারকো সাসোলি তো আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে একদম আমেরিকার মনের কথা বলেছেন, Were the laws of war-they will be designated in this chapter by the more modern term international humanitarian law (IHL)-violated or are they inadequate to protect civilians in contemporary armed conflicts?

  The answer first and foremost depends upon an accurate assessment of the facts. Were the victims of cluster bomb attacks we saw on our TV screens actually civilians? If so, were they hurt or killed while working in Iraqi army headquarters or at home? If at home, was this home situated near important military facilities? Were the Iraqi authorities even deliberately placing military facilities on the roofs or in the courtyards of civilian houses? How important were those facilities for the Iraqi military authorities and how important was their destruction for the concrete US war plan? How many civilians were incidentally affected by a given attack

  যুদ্ধের আইন - আন্তর্জাতিক মানবিক আইন (IHL) - লঙ্ঘিত হয়েছিল নাকি সমসাময়িক সশস্ত্র সংঘাতে বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষার জন্য আইনসমূহ অপর্যাপ্ত?

  প্রথমে এবং সর্বাগ্রে উত্তরটি নির্ভর করে তথ্যের সঠিক মূল্যায়নের উপর। আমাদের টিভি স্ক্রিনে আমরা যাদের উপর ক্লাস্টার বোমা হামলা দেখেছি তারা কি আসলেই বেসামরিক নাগরিক ছিল? যদি তাই হয়, তাহলে তারা কি ইরাকি সেনা সদর দপ্তরে বা বাড়িতে কাজ করার সময় আহত বা নিহত হয়েছিল? যদি বাড়িতে থাকে, তাহলে এই বাড়িটি কি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক স্থাপনার কাছাকাছি অবস্থিত ছিল? ইরাকি কর্তৃপক্ষ কি ইচ্ছাকৃতভাবে বেসামরিক বাড়ির ছাদে বা উঠোনে সামরিক স্থাপনা স্থাপন করেছিল? ইরাকি সামরিক কর্তৃপক্ষের জন্য সেই স্থাপনাগুলি কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং মার্কিন যুদ্ধ পরিকল্পনার জন্য তাদের ধ্বংস কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল? ঘটনাক্রমে কতজন বেসামরিক নাগরিক একটি নির্দিষ্ট আক্রমণে নিহত হয়েছিল?" Sassoli, M. (2005). Targeting: The Scope and Utility of the Concept of Military Objectives for the Protection of Civilians in Contemporary Armed Conflicts. New Wars, New Laws, 181-210.

মোটকথা, বেসামরিক মারা গেলেই হা-হুতাশ না উপরের প্রশ্নগুলো নিয়ে ভাবতে হবে। দু:খজনকভাবে 9/11 এর ব্যাপারে আমেরিকানদের এমন দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যায় না। উল্লেখ্য 9/11 এর আগেও আমেরিকা অর্থনৈতিক লক্ষ্যবস্তুতে আক্রমণ করেছে; বেসামরিক হত্যার নিদর্শন হিসাবে ফিলিস্তিন তো 77 বছর ধরে সাক্ষ্য দিচ্ছে।

এসকল আইনজ্ঞ খুব বেশি হলে আমাদের ব্যাপারে এতটুকু আপত্তি তুলতে পারে যে, কেন অফিস টাইমে হামলা করে অধিক সিভিলিয়ান মারা হল? সোজা উত্তর, টার্গেট নেভিগেশন রাতের বেলায় মুশকিল, তাই দিনের বেলায় তথা অফিস টাইমে হামলা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক আইনের বাস্তবতা

আমরা এক আশ্চর্যজনক সময়ে বাস করছি যখন এক পক্ষ যুদ্ধ আইন মানতে বাধ্য থাকে, কিন্তু অপর পক্ষ লঙ্ঘন করে পার পেয়েও যায়। জর্জ অরওয়েল লিখেছিলেন, Highly civilized human beings are flying overhead, trying to kill me। কতবার একই আইন লঙ্ঘনের পরে অপর পক্ষ আইন লঙ্ঘনের অনুমতি পাবে? এক পক্ষ আন্তর্জাতিক চুক্তি কতবার লঙ্ঘনের পরেও সেই চুক্তি অপর পক্ষের জন্য বলবৎ থাকবে? আমরা হয়তো মানব ইতিহাসের সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রজন্ম হিসাবে দাবি করি; কিন্তু আমরা সন্দেহাতীতভাবে কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন একমাত্র উন্মাদ প্রজন্ম। নতুবা এই সহজ সমীকরণ কেন বোধগম্য হয় না? অনুচ্ছেদ 36 এর প্রতি আনুগত্যের ঘোষণা যদি আমি না দেই, icj এর কর্তৃত্ব গ্রহণ না করি, তাহলে কিভাবে icj এর আইন দ্বারা আমাকে দোষী বা নির্দোষ সাব্যস্ত করা যেতে পারে? আমি বেসামরিক হত্যা করলেই কি, না করলেই কি? এগুলো নৈতিকতার প্রশ্ন নয়, মোরাল ম্যাটার নয়; এগুলো লিগ্যাল ম্যাটার, আইনি বিষয়। https://icj-cij.org/declarations

যদি ধরেও নেয়া হয়, মুসলিমরা যেসকল চুক্তি ও কনভেনশন দ্বারা আন্তর্জাতিক আদালতকে বৈধতা দানের মাধ্যমে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে, সেসবের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছে। তবুও তার সব চুক্তি উপসাগরীয় যুদ্ধে বাতিল হয়ে গেছে। চুক্তি উভয় পক্ষকে বাতিল করতে হয় না, যেকোনো এক পক্ষ লঙ্ঘন করলেই বাতিল হয়ে যায়। যদি প্রশ্ন করা হয়, চুক্তি বাতিল করার উসামা বিন লাদেন কে? অবশ্যই তিনি আমির, তিনি তা বাতিলের ক্ষমতা রাখেন। এসব সিদ্ধান্ত

নেয়ার জন্য ভূখণ্ড থাকা আবশ্যক নয়। ভূখণ্ড দেশের উপাদান হতে পারে, নেতৃত্বের নয়। নতুবা 1971 সালে তাজ উদ্দিন সরকারের লিগ্যাল সিস্টেম বাংলাদেশের কোথায় বলবৎ ছিল? non state actor কে যদি আন্তর্জাতিক আইনে বিচার করা যায়, তাহলে সে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাতিলের ক্ষমতাও রাখেন।

উপসংহার

1। আমেরিকার নীতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী ব্যক্তিরা বেসামরিক হত্যার পক্ষে।

2। বেসামরিক হত্যার লম্বা ইতিহাস রয়েছে আমেরিকার।

3। মুসলমানরা বেসামরিক হত্যায় বাধ্য নন, এবং এরকম কোন ইচ্ছাও রাখে না।

4। বেসামরিকদের নিরাপত্তা দেয়ার ব্যাপারে তানজিম আমেরিকার চেয়ে যত্নশীল।

5। টুইন টাওয়ার একটি অর্থনৈতিক লক্ষ্যবস্তু। টার্গেট নেভিগেশন রাতের বেলায় মুশকিল, তাই দিনের বেলায় তথা অফিস টাইমে হামলা হয়েছে।

6। এই জাতীয় লক্ষ্যবস্তুতে হামলা করা অলিখিতভাবে আমেরিকার আইনে বহু আগে থেকেই বৈধ।

7। কিছু কিছু গবেষক অর্থনৈতিক লক্ষ্যবস্তুর উপর হামলাকে সীমিত করার প্রস্তাব দিলেও সামরিক নীতিনির্ধারকরা এসব পরামর্শের দুই পয়সা দাম দেয় না। আন্তর্জাতিক আইনকেও দাম দেয় না।

8। বিধিমালার চেয়ে সেনাবাহিনীর কর্ম অধিক গুরুত্ব পাবে। তাই সার্বিক বিবেচনায় তানজিমের অবস্থান অনেক যৌক্তিক।